1701

| | |
|---|---|
| سرشناسه : | جباری، محمدرضا، ۱۳۴۴- Jabbari, Mohammad Reza, ۱۹۶۵ |
| عنوان قراردادی : | سیره اخلاقی و سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا ؑ. بنگلادشی |
| عنوان و نام پدیدآور : | Book] Ethical behavior and lifestyle (Salah) Hazrat Fatima Zahra] original Md. Reza Jabbari. translation: M. A. Qayum; |
| مرجع تولید : | مجتمع آموزش عالی فقه |
| مشخصات نشر : | قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی ﷺ، ۱۳۹۹= ۲۰۲۱م |
| مشخصات ظاهری : | ۱۳۶ص؛ ۱۴/۵ × ۲۱/۵ س‌م. |
| شابک : | ۹۷۸-۶۰۰-۴۲۹-۷۸۸-۲ |
| وضعیت فهرست‌نویسی : | فیپا |
| یادداشت : | بنگلادشی |
| موضوع : | فاطمه زهرا ؑ، ۸؟ قبل از هجرت - ۱۱ق |
| موضوع : | Fatimah Zahra, The Saint |
| شناسه افزوده : | عبدالقیوم، محمد، ۱۹۷۵م، مترجم |
| شناسه افزوده : | Abdolghaiom, Muhammad |
| شناسه افزوده : | جامعة المصطفی ﷺ العالمیة. مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی ﷺ |
| شناسه افزوده : | Almustafa International University Almustafa International Translation and Publication center |
| رده‌بندی کنگره : | BP ۲۷/۲/ ج۲س ۹۰۴۹۵۲۹۳ ۱۴۰۰ |
| رده‌بندی دیویی : | ۲۹۷/۹۷۳ |
| شماره کتاب‌شناسی ملی : | ۷۵۴۳۷۴۹ |

BP۱۳۹۸

এ গ্রন্থের স্বত্বাধিকার প্রকাশকের জন্য সংরক্ষিত

**হজরত ফাতিমা জাহরার (সালা.) নৈতিক আচরণ ও জীবনধারা**

মূল: ড. মো. রেজা জাব্বারি
অনুবাদ: এম. এ. কাইউম
প্রকাশকাল: ১৩৯৯ ফা, ১৪৪২ হি, ২০২১ খ্রি
প্রকাশনায়: আলমোস্তাফা (সা.) আন্তর্জাতিক অনুবাদ ও প্রকাশনা কেন্দ্র
ছাপাখানা: নারেনজেস্তান, তেহরান
সংখ্যা: ৫০০ ISBN: 978-600-429-788-2

যারা আমাদেরকে কিতাবটি প্রকাশ করতে সহায়তা করেছেন তাদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

**سیره اخلاقی و سبک زندگی حضرت زهرا ؑ**

**مؤلف:** محمدرضا جباری
**مترجم:** محمد عبدالقیوم
**چاپ اول:** ۱۴۰۰ش / ۲۰۲۱م / ۱۴۴۲ق
**ناشر:** مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی ﷺ
**چاپ:** چاپخانه دیجیتال المصطفی ﷺ
**قیمت:** ۳۶۰۰۰۰ ریال
**شمارگان:** ۵۰۰

http://buy-pub.miu.ac.ir
@pub_almostafa

**বিক্রয়কেন্দ্রসমূহ**

- কোম, চাররাহে শোহাদা, খিয়াবানে মোয়াল্লেমে গারবি(হুজ্জাতিয়া), নাবশে কুচেয়ে-১৮
টেলিফোন: +৯৮ ২৫-৩৭৮৩৯৩০৫-৯ / ফ্যাক্স: +৯৮ ২৫-৩২১৩৩১৪৬
- তেহরান: খিয়াবানে এনকেলাব, খিয়াবানে ভেসালে শিরাজি ওয়া কুদস, নাবশে কুচেয়ে ওসকু, পেলাক-১০০৩ / টেলিফোন: +৯৮ ২১-৬৬৯৭৮৯২০

# হজরত ফাতিমা জাহরার (সালা.) নৈতিক আচরণ ও জীবনধারা

মূল:
ড. মো. রেজা জাব্বারি

অনুবাদ:
এম. এ. কাইউম

আলমোস্তাফা (সা.) আন্তর্জাতিক
অনুবাদ ও প্রকাশনা কেন্দ্র

## প্রকাশকের কথা

ইসলামী বিপ্লবের গৌরবময় বিজয় ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিশ্বায়নের সাথে সাথে মানবিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নতুন নতুন প্রশ্ন ও চ্যালেঞ্জ মুসলিম চিন্তাবিদদের সামনে উপস্থাপিত হচ্ছে যা বর্তমান সময়ে সরকার ও রাষ্ট্রের ওপর কঠিন ও গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছে। বিশেষত একারণে যে, সাম্প্রতিক শতাব্দীগুলোতে রাষ্ট্র পরিচালনার সকল দিকে ধর্ম ও ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন সকল রীতি নীতির প্রতি নিবেদিত থাকার বিষয়টি চরমভাবে প্রশ্ন ও বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছে। সুতরাং ধর্মীয় বিষয়ে খাঁটি ও মৌলিক চিন্তাধারা এবং নির্ভরযোগ্য ও স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মানদ-র ভিত্তিতে সামগ্রিক, রীতিবদ্ধ সর্বোপরি গভীর ও কার্যকরী গবেষণা ও পর্যালোচনা হওয়া অপরিহার্য, যাতে করে এ বিষয়ে গবেষণারতদের সঠিক দিক নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ দান এবং সকল প্রকার চিন্তাগত বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করা যায়। এ বিষয়ে যে কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করা হোক না কেন নিঃসন্দেহে তা ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ যারা আধুনিক ধর্মীয় চিন্তার পবিত্র বৃক্ষকে রোপন ও একে ফলবান করে তুলতে অবদান রেখেছেন বিশেষত ইসলামী বিপ্লবের স্থপতি ও রূপকার ইমাম খোমেইনী (র.) এবং মহান নেতা আলী খামেনেয়ীর প্রচেষ্টাকে সার্থকতা দানে ভূমিকা পালন করবে।

আল মুস্তাফা (সা.) আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ এ মিশনকে বাস্তব রূপ দান এবং মহান আল্লাহর সম্মানিত রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর আনীত প্রকৃত ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য 'আল মুস্তাফা (সা.) আন্তর্জাতিক অনুবাদ ও প্রকাশনা কেন্দ্র' স্থাপন করেছে।

অত্রগ্রন্থটি অনুবাদের মাধ্যমে এ মহান লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের পথে সহযোগিতা করার জন্য বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক জনাব আব্দুল কুদ্দুস বাদশাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে যে সকল ব্যক্তি এ গ্রন্থ প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে ভূমিকা রেখেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং আমাদের এ মহৎ লক্ষ্য অর্জনের পথে সকল মনীষী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের গঠনমূলক ও মূল্যবান পরামর্শ দানের আহ্বান জানাচ্ছি।

আল মুস্তাফা (সা.) আন্তর্জাতিক অনুবাদ ও প্রকাশনা কেন্দ্র

## প্রাক আলোচনা

কুরআনের স্পষ্ট ভাষ্য অনুসারে, নবি করিমের (সা.) পবিত্র সত্তাই হচ্ছে সকল আল্লাহ বিশ্বাসীর জন্যে উত্তম আদর্শ. যথা: "নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর রহমত ও কিয়ামত দিবসের আশা রাখে এবং বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে ,তাদের জন্যে আল্লাহর রসুলের (সা.) জীবনীতে রয়েছে উত্তম আদর্শ."[১]

আল্লাহর রসুলের (সা.) পূর্ণ অনুসরণ-অনুকরণ হচ্ছে এমন এক তওফিক যা শুধুমাত্র ঐসব লোকের নসিবে লভে যাদের হৃদয়গুলি মহান আল্লাহর প্রেমে নিমজ্জিত থাকে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে. নবি করিম (সা.) যিনি মোমিনগণের সর্বোত্তম আদর্শ তিনি স্বীয় তনয়ার একক সত্তাকে স্বীয় সত্তার অংশ, স্বীয় আত্মা ও সুগন্ধি এবং স্বীয় প্রাণের প্রাণ বলে আখ্যায়িত করেন. আর বিভিন্ন পরিভাষায়, তাঁর সন্তুষ্টিকে নিজের সন্তুষ্টি এবং তাঁর অসন্তোষকে নিজের অসন্তোষ বলে ঘোষণা করেন. আল্লাহর রসুলের (সা.) পক্ষ হতে ধারাবাহিকভাবে কেন এবং কোন উদ্দেশ্যে এতটা গুরুত্বারোপ করা হয়েছে? রহমত ও করুণার নবি কেন এ বাস্তবতার উপর প্রচুর গুরুত্বারোপ করেন যে, ফাতিমা হচ্ছে আমার সত্তার অংশবিশেষ? এসব গুরুত্বারোপ কি ইতিহাস পরিক্রমায় সকল মোমিনের মনোযোগকে, আল্লাহর রসুলের (সা.) জীবনচরিত অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে, হজরত ফাতিমা জাহরার (সালা.) জীবনের বিভিন্ন দিক-বিভাগ হতে আদর্শ গ্রহণের প্রতি আকর্ষণ করা ব্যতীত অপর কোনো কারণে

১. সূরা: আহজাব (৩৩), ২১তম আয়াত.

হয়ে থাকতে পারে? কেনইবা এমনটি হবে না?! যেখানে হজরত ফাতিমা জাহরার (সালা.) সত্তা, আল্লাহর রসুলের (সা.) সত্তা হতে পৃথক নয়. হজরত ফাতিমা জাহরার )সালা (.সত্তা হচ্ছে আল্লাহর রসুলের )সা (.সত্তার অংশবিশেষ এবং তাঁর জীবনচরিত হচ্ছে আল্লাহর রসুলের জীবনচরিতেরই এক ভিন্ন দীপ্তি. হজরত ফাতিমা জাহরার (সালা.) সত্তা হচ্ছে আল্লাহর রসুলের (সা.) সত্তার পূর্ণতাদানকারী এবং ফাতিমার আদর্শ হচ্ছে সর্বোত্তম আদর্শেরই পূর্ণতাদানকারী. ফাতিমা হচ্ছেন উত্তম আদর্শ অব্যাহত থাকার মূর্তপ্রতিক এবং এটিই হচ্ছে এর গোপনরহস্য যে, ফাতিমার জীবনচরিত, তদীয় বংশের সকল ইমামের জন্যেই অকাট্য দলিল-প্রমাণ ও অনুকরণীয় আদর্শ. যেমন বলা হচ্ছে:

«نحن حجة الله على الخلق و فاطمة حجة الله علينا»

অর্থ: আমরা [মাসুম ইমামগণ] হচ্ছি সকল মানবতার উপর মহান আল্লাহর হুজ্জত বা অকাট্য দলিল-প্রমাণ এবং ফাতিমা হচ্ছেন আমাদের উপর [মহান আল্লাহর] অকাট্য দলিল-প্রমাণ.[১]

হজরত ফাতিমা জাহরার (সালা.) জীবনচরিতের আদর্শ, মহান শিখরে বিদ্যমান এমন এক বিষয় যে, বাকিয়্যাতুল্লাহিল আজামের বরকতময় সত্তা হজরত ফাতিমাকে (সালা.) স্বীয় জীবনের উত্তম আদর্শ হিসেবে পরিচিত করাচ্ছেন: «وفي ابنة رسول الله لي اسوة حسنة.»[২]নিঃসন্দেহে আল্লাহর রসুলের (সা.) কন্যার মাঝে আমার জন্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে.২চ এ হাদিসটিতে একটি সূক্ষ্ম বিষয় বিদ্যমান রয়েছে ,আর তা হচ্ছে এই যে, যুগের অভিভাবক হজরত ইমাম মাহদি (আজ্জা.) বলছেন না: «...في أمّي فاطمة»[আমার মাতা ফাতিমার মাঝে], বরং তিনি বলছেন: ৩আল্লাহর রসুলের কন্যার মাঝে... .চ তাঁর এরূপ ব্যাখ্যাটি সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, হজরত ফাতিমা জাহরা (সালা.), হজরত ইমাম মাহদির (আজ্জা.) মাতা হওয়ার সুবাদে তিনি তাঁর অনুসরণ-অনুকরণ করছেন

১. তাইয়্যেব, *আতইয়াবুল বায়ান ফি তাফসিরিল কুরআন,* ১৩তম খণ্ড, পৃ. ২২৫; [সূরা: জিন্নের ৩য় আয়াতের পরিশিষ্ট].

২. মজলিসি, *বিহারুল আনওয়ার,* ৫৩তম খণ্ড, পৃ. ১৭৮.

না ;বরং তাঁর অনুসরণ-অনুকরণ করার কারণ হচ্ছে এই যে, সৃষ্টির সেই মুক্তাদানাটি হচ্ছেন আল্লাহর রসুলের (সা.) কন্যা এবং তাঁরই সত্তার অব্যাহত রূপ. তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রসুলের (সা.) শরীরের অংশবিশেষ এবং তাঁর আদর্শের অনুসরণ-অনুকরণ করার অর্থই হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহর রসুলের (সা.) আদর্শের অনুসরণ-অনুকরণ করা.

ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বর্তমান রাহবার, এ মহীয়সী নারীর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন:

"আমি না প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণে অতিরঞ্জন করছি এবং না আমি সহস্রবার দ্বিরুক্ত হওয়া একটি কথাকে দ্বিরুক্ত করছি; বরং প্রকৃতপক্ষেই এ মহীয়সী নারীর মর্যাদার প্রশংসা ও গৌরব বর্ণনা করতে আমি অপারগ, আমার ভাষা ও রসনা অপারগ, আমার হৃদয় অপারগ এবং আমার মস্তিষ্কও অপারগ. এ মানবিক সত্তা, এ যুবতি কন্যা, এ সকল ফজিলত ও মর্যাদা, এ সকল দীপ্তি, এ সকল মহত্ত্ব ও মহিমার অধিকারিনী ব্যক্তিত্বটি এমন কেউ ছিলেন যে, তিনি আল্লাহর রসুলের (সা.) নিকট গমন করলে, তিনি তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়াতেন. তিনি শুধু উঠেই দাঁড়াতেন না, বরং তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে যেতেন. হয়তো কোনো সময় আপনাদের কক্ষে কেউ প্রবেশ করলে তার সম্মানে আপনারা উঠে দাঁড়াবেন; আবার কোনো সময় কেউ আপনাদের কক্ষে প্রবেশ করলে তখন আপনারা উঠে দাঁড়িয়ে আগ্রহ সহকারে তার পানে এগিয়ে যাবেন; [এ দুটো অবস্থা কি এক?] এসব কি কোনো ঠাট্টাচ্ছলে করা হয়? এটি তো কোনো পিতা–পুত্রীর ব্যাপার ও বিষয় নয়. আল্লাহর রসুল (সা.) এভাবে হজরত ফাতিমা জাহরার (সালা.) সম্মান করছেন যে, তাঁর সন্তুষ্টিকে নিজের সন্তুষ্টি ও নিজের সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর ক্রোধকে নিজের ক্রোধ ও নিজের ক্রোধকে আল্লাহর ক্রোধ বলে ঘোষণা করছেন. এসব হচ্ছে হজরত ফাতিমা জাহরার (সালা.) মর্যাদা ও সম্মান. আমিরুল মোমেনিন হজরত আলির (আ.) সঙ্গে সেই জীবনযাপন, সেই প্রশিক্ষণ ও লালন-পালন এবং সেসব সন্তান! তাহলে, এ ধরনের কোনো মহীয়সী ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে কি আমাদের মত লোকেরা কথা বলতে পারি?!"[১]

১. ২৩/২/১৩৯১ ফার্সি সৌর হিজরিতে দেয়া সম্মানিত রাহবারের বক্তব্য.

হজরত ফাতিমা জাহরার (সালা.) ব্যক্তিত্বের বিস্তৃত দিক-বিভাগ এবং আদর্শ হিসেবে তাঁর বিশেষত্বসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করতঃ, যেসব ব্যক্তি কোনো না কোনোভাবে এ মহীয়সী নারীর ব্যক্তিত্বের পরিচয়দানের ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার সক্ষমতা রাখেন তাদের উপর ওয়াজিব হচ্ছে যে, তারা যেন এ ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেন! নববর্ষ [নববর্ষের ছুটি] ও আইয়্যামে ফাতেমিয়া [হজরত ফাতিমা জাহরার সালা. শাহাদতের দিবসগুলি] একই সঙ্গে সংঘটিত হওয়াটা বিশেষ একটা সুযোগ যে, দ্বিনি মোবাল্লিগগণ তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক-বিভাগকে জনগণের নিটক সুন্দরভাবে ও উপযুক্তরূপে তুলে ধরবেন এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবেন.

নিঃসন্দেহে নববর্ষ ও আইয়্যামে ফাতেমিয়া একই সঙ্গে সংঘটিত হওয়ায়, সমাজের স্বনামধন্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিগণের কাঁধে বিশেষতঃ মসজিদের ইমামগণের - যারা সরাসরি জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত- কাঁধে একটি ভারি ও মৌলিক তাবলিগি দায়িত্ব অর্পণ করছে এবং তাদের নিকট আশা করা হচ্ছে যে, তারা এ ছুটির দিনগুলিতে পরস্পরে সাক্ষাৎ, আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা ও হিংষা-বিদ্বেষ পরিহার করার ন্যায় উত্তম রীতি-প্রথাসমূহকে লালন করার পাশাপাশি, হজরত ফাতিমা জাহরার (সালা.) জীবনপদ্ধতির বিশেষত্বসমূহকে স্পষ্ট করা এবং তাঁর সম্ভ্রম রক্ষা করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা থেকে যেন উদাসীন না হন!

হজরত ফাতিমা জাহরার (সালা.) সুঘ্রাণপূর্ণ এরূপ এক আধ্যাত্মিক ক্ষণে বর্ষপরিবর্তনের বিষয়টি কামনা করছে যে, আমরা যেন পূর্বের চেয়ে আরও দৃঢ়ভাবে ঐশী রশিকে ধারণ করি এবং মাসুম ব্যক্তিগণের (আ.) দামানকে আঁকড়ে ধরি. আর মহান আল্লাহর দরগাহে প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন সিদ্দিকায়ে কুবরা হজরত ফাতিমা জাহরার (সালা.) বরকত ও উসিলায় আমাদের অবস্থাকে সর্বোত্তম অবস্থায় রূপান্তর করেন!

সম্মানিত গবেষক হুজ্জাতুল ইসলাম মোহাম্মদ রেজা জাব্বারির কলমে লিখিত এ জ্ঞানগর্ভপূর্ণ কীর্তিটিও, তাবলিগের এই মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়ার পথে আপনাদের সমীপে উপস্থাপন করা হল.

সম্মানিত লিখক এবং গবেষণা ও অধ্যয়ন অফিসের শ্রদ্ধাভাজন সহকর্মীবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পাশাপাশি আমরা আশা করছি যে, এ লিখনিটি

আপনাদের বিশেষতঃ মসজিদের সম্মানিত ইমামগণের দৃষ্টিতে গৃহীত হবে! আর আপনারা আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ, কেন্দ্রের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সচিবালয়স্থ আপনাদের খাদেমকে জানাতে বিলম্ব করবেন না!

আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাঁর মসজিদের
সদস্য হিসেবে গণ্য করেন!
মসজিদ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি দেখাশুনাকারী কেন্দ্র,
সামাজিক-সাংস্কৃতিক সচিবালয়.